শৈলকুপায় বিএনপির দু’গ্রুপের উত্তেজনা, পুলিশ মোতায়েন

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের কমিটি গঠন নিয়ে দু’গ্রুপের মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গতকাল দুপুরে জেলা কমিটি ও শৈলকুপা উপজেলার নেতাদের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল জেলা বিএনপির কার্যালয়ে। তবে বিবাদমান গ্রুপ গুলো শতশত কর্মী- সমর্থক সহ মারমুখি অবস্থান নিয়ে ঝিনাইদহে জেলা কার্যালয়ে উপস্থিত হলে উত্তেজনা দেখা দেয়।

এসময় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয় দলটির জেলা কার্যালয়ের সামনে। এক পর্যায়ে পুলিশ হটিয়ে দেয় কর্মী-সমর্থকদের। পণ্ড হয়ে যায় বৈঠক। দলটির কেন্দ্রীয় বিএনপির মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক এড. আসাদুজ্জামান আসাদ ও সাবেক এমপি আব্দুল ওহাবের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে এ বিরোধ চলছে।

বৈঠকের জন্য শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির সদ্য ঘোষিত আহবায়ক আবুল হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক রাকিবুল হাসান খান দিপু, কেন্দ্রীয় নেতা ওসমান আলী, মিজানু রহমান বাবলু, শৈলকুপা পৌর আহবায়ক আবু তালেব, মনিরুজ্জামান হিটু, হুমায়ুন বাবর ফিরোজ, সেলিম রেজা ঠান্ডু, রফিকুল ইসলাম, সাজ্জাদুর রহমান সাজ্জাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, অনুমতি ছাড়া বিএনপির বিবাদমান গ্রুপগুলো বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক জড়ো করায় হানাহানির আশঙ্কা দেখা দিলে তাদের হটিয়ে দেয়া হয়।

প্রসঙ্গত শৈলকুপা উপজেলায় বিএনপির থানা, পৌর ও ওয়ার্ড কমিটি গঠন নিয়ে নেতা-কর্মীদের মধ্যে চরম বিরোধ তৈরী হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে দলটির ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে বিভিন্ন দল থেকে আসা নতুনদের নিয়ে কমিটি করা হচ্ছে।

সাবেক এমপি আব্দুল ওহাব জানান, বিএনপির কাছে অগ্রহণ যোগ্য সদ্য ঘোষিত কমিটি বাতিলের দাবিতে শতশত কর্মী নিয়ে ‘হটাও জাসদ, বাঁচাও বিএনপি’ শ্লোগানে তারা আন্দোলনে নেমেছে। এসব কমিটি বাতিল না হওয়া পর্যন্ত বিএনপির নেতা-কর্মীরা আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

এর আগে কেন্দ্রীয় বিএনপির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার

কুন্ডু, সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল ওহাব, কেন্দ্রীয় নেতা ওসমান আলী, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান খান দিপু প্রমুখ নেতা ঐকবদ্ধ হয়ে বৈঠক করেন। তারা শৈলকুপা উপজেলা বিএনপির সদ্য ঘোষিত আহব্বায়ক কমিটিগুলো বাতিলের দাবি জানান।

আওয়ামী লীগের দূরত্ব বাড়ছে ১৪ দলের সঙ্গে

নতুন সরকারের মন্ত্রিসভা গঠনের পর থেকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে দলটির নেতৃত্বাধীন ১৪-দলীয় জোটের শরিকদের। আওয়ামী লীগ শরিক দলগুলোকে বিরোধী দলের ভূমিকায় দেখতে চাইলেও তাতে রাজি হয়নি তারা। এরপর থেকেই ‘একলা চলো নীতি’তে হাঁটছে আওয়ামী লীগ। সে কারণে আওয়ামী লীগের নানা কর্মকান্ডের সমালোচনা করছেন শরিক দলের নেতারা।

জোট সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪-দলীয় জোট গঠিত হয় ২০০৪ সালে। এরপর তারা বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ আন্দোলন এবং পর পর গত তিনটি নির্বাচন একসঙ্গে করেছে। এর মধ্যে প্রথম দুই সরকারের মন্ত্রিসভায় শরিক দলগুলোর একাধিক নেতাকে মন্ত্রী করা হলেও এবারের মন্ত্রিসভায় তাদের কাউকে রাখা হয়নি। আওয়ামী লীগের সঙ্গে দূরত্বের সূত্রপাত সেখান থেকেই বলে জানা গেছে। আর বর্তমান পরিস্থিতি সামাজিক নানামুখী যে সমস্যা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে তা ১৪ দলকে উপেক্ষা করার ফলই বলে মনে করছেন জোট নেতারা।

এ প্রসঙ্গে ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগকে যেসব সমস্যা ফেস করতে হচ্ছে তা মূলত ১৪ দলকে উপেক্ষা করার ফলশ্রুতিতে ঘটনাগুলো জন্ম নিচ্ছে। করোনার মহাসংকটকালে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে হাল, তা সামাল দেওয়ার মতো রাজনৈতিক মিত্রকে পাশে রাখেনি আওয়ামী লীগ। প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি অনুপস্থিতির কারণে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী

কিংবা অশুভ শক্তির মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার পাঁয়তারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন আওয়ামী লীগকেই ঠিক করতে হবে তারা কোন পথে এগোবে।’

শরিক জোটের নেতারা মনে করছেন, একচেটিয়া বিজয়ের পর আওয়ামী লীগ নিজেই শরিকদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছে। বিএনপিকে নিয়ে আওয়ামী লীগের ভাবনার কিছু নেই। বিএনপি যে পরিস্থিতিতে পড়েছে তা থেকে ঘুরে দাঁড়াতেই তাদের হিমশিম খেতে হবে। তাই শরিকদের পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই।

শরিক জোটের একাধিক নেতা জানান, শুধু সংসদ নির্বাচনই নয়, যে কোনো নির্বাচন জোটগত হওয়া প্রয়োজন। তৃণমূলে যেসব জায়গায় জোটের অন্য দলের শক্তিশালী প্রার্থী আছে তা তাদেরকে ছাড় দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অতীতে কোনো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জোট শরিকদের ছাড় দেওয়ার নজির নেই। সেসব কারণে তৃণমূলে জোটের শরিকরা ক্ষুব্ধ। আগামী ডিসেম্বর থেকে পৌরসভা নির্বাচন হবে। এ নির্বাচনে জোটগত প্রার্থী দিতে চায় আওয়ামী লীগের শরিকরা। তবে আওয়ামী লীগের একলা চলো নীতির কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না বলেও মনে করেন জোটের একাধিক নেতা।

১৪-দলের একাধিক নেতা এও জানান, শরিকদের কেউ কেউ মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ার আশা এখনো ছাড়েননি। তাই তারা চুপচাপ আছেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে দূরত্বের বিষয়ে গণমাধ্যমে কথাবার্তা বলে সরকারের বিরাগভাজন হতে চাইছেন না তারা।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ সভাপতি সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, ‘যে সময় ১৪-দলীয় জোট গঠন করা হয়েছিল তখনই বলা হয়েছিল যুগপৎ আন্দোলন, সংসদ নির্বাচন ও সরকার গঠন একসঙ্গে হবে। অতীতে আমরা তাই করেছি। সে কারণে স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। আগামীতে যেসব স্থানীয় সরকার নির্বাচন হতে যাচ্ছে বা হবে সেগুলো নিয়েও কোনো আলোচনার প্রয়োজন নেই। এর মানে এই নয় যে, আওয়ামী লীগ ‘একলা চলো নীতি’ বা জোট শরিকরাও ‘একলা চলো’ নীতিতে চলছে। সেক্ষেত্রে ১৪-দলের শরিকদের শক্তিশালী প্রার্থী না থাকলে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়া হয়। আর জোটের প্রার্থী থাকলে তারা আলাদা নির্বাচন করে।’

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ সভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়া বলেন, ১৪-দলীয় জোটের ফ্যাংশন বলতে কিছু নেই। আওয়ামী লীগ

একচ্ছত্রভাবে দেশ পরিচালনা করছে। এখন নানা সামাজিক অপরাধ, ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটছে। আমরা এগুলো সাপোর্ট করি না। সরকার দুর্নীতি বন্ধে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, সেটাকে স্বাগত জানাই। কিন্তু তাদের ছত্রছায়ায় বড় বড় দুর্নীতি-পুকুর চুরি হলো, সেগুলো বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, আমি জানি না, সরকার এখন ১৪ দল নিয়ে কী ভাবছে? আমরা এখন নিজ দল নিয়ে ভাবছি। কীভাবে মানুষের কল্যাণ করা যায়, সেগুলো চিন্তা করছি।’

ন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন বলেন, ২৩ দফার ভিত্তিতে ১৪-দল গঠিত হয়েছিল। সেই ২৩ দফা ধরে নির্বাচন, সরকার গঠন, যুগপৎ আন্দোলন সবকিছু হবে। এখন ১৪ দলের সে ভূমিকা নেই। সমাজে অন্যায় অবিচার-ব্যভিচার বাড়ছে। অন্যায়, ধর্ষণের বিরুদ্ধে ১৪-দলের কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা পারছি না। না পারার ফলে এক ধরনের রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

১৪-দল যদি জোটগতভাবে ভূমিকা না রাখতে পারে তাহলে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হবে না। জানি না, এগুলো নিয়ে আওয়ামী লীগ কী ভাবছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে জোটের দুই নেতা জানান, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে ১৪-দল। বিরোধী দলের ভূমিকায় একাধিক দলকে সক্রিয় রেখে বিএনপিকে আরও চাপে রাখতে চায় আওয়ামী লীগ।
বিডি প্রতিদিন

জনগণের সুখেই আমি সুখি- সোহেল আহমেদ

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। এ পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের

বর্তমান চেয়ারম্যান মো: সোহেল আহমেদ।

সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন আমাদের নিজস্ব প্রতিবেদক পলাশ আহম্মেদ। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদি?

সোহেল আহমেদ: আমি শতভাগ আশাবাদি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আমার প্রাণের সংগঠন আওয়ামী লীগ আমাকে মনোনয়ন দেবে। তাছাড়াও রাজনীতিতে প্রতিযোগীতা থাকবেই। একাধিক প্রার্থী হবে। আমার বিশ্বাস আমার রাজনৈতিক ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড দেখে আমার জেলা আওয়ামী লীগ ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সকলে আমাকে সমর্থন করবেন। তাছাড়া জনগণের আশা আকাঙ্খা পুরণ করার সর্বাত্নক চেষ্টা করেছি তাই জনগণের মুল্যায়নে গেলেও আমিই নোমেনেশন পাবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন, যাতে করে জনগণ আপনাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?

সোহেল আহমেদ: আমি এই চেয়ারে বসে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই এই ইউনিয়নের সকল মানুষকে আমি পরিবারের মত চোখে দেখি। এদের সুখ দু:খ নিয়েই আমার সুখ-দুঃখ, তাই প্রতিটি সময় মানুষের দৌড় গোড়ায় সেবা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আপনারা জানেন ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্দ খুবই সল্প তার পরেও ১০০% আশা সবার পূরণ না করতে পারলেও পূরণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে গ্রামে রাস্তাঘাট, স্ট্রিট লাইট, বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠানে চেয়ার, টেবিল, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধি ভাতা, ১০ কেজি, ১৫কেজি, ৩০ কেজি চাল থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তাই আমি মনে করি জনগণ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তার অনেক বেশি কাজ করেছি বলে মনে করি। তাই জনগণ আবারো আমাকে শতস্ফূর্ত ভাবে ভোট দিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ইতোমধ্যে বিএনপি ঘোষণা দিয়েছে নির্বাচন গুলোতে অংশ নিবে। সেক্ষেত্রে আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে?

সোহেল আহমেদ: বিএনপি এখন অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। জনগণ জানে বিএনপির নৈরাজ্যের কথা। আমার মনে হয় তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে। যেখানে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাখান করে উচিত জবাব দিবে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে। আপনারা জানেন বর্তমানে করোনা কালীন আমরা জীবনের ঝুকি নিয়ে মানুষের পাশে থেকেছি। কিন্তু বি এন পির কোন নেতা বর্গ জনগণের পাশে দাঁড়ায় নি। তাই জনগণ যাকে বিপদে পাশে পাবে তাদের বিপদে আপদে থাকবে তারা তাদের ভোট দেবে। এই জন্যেই প্রতিদ্বন্দ্বীতা কম হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী প্রচারনা কেমন চালাচ্ছেন?

সোহেল আহমেদ: আমি আমার কার্যক্রমের মাধ্যেমেই নির্বাচনি প্রচারনা চালাচ্ছি। আমার ইউনিয়নের ভোটার সংখ্যা ৩২০০০ হাজার তাদের এবং গাংনী উপজেলার মধ্যে একটা বৃহত্তর ইউনিয়ন। তাদের সাথে কাজের মাধ্যেমে সর্ব সময় যোগাযোগ রাখি। এবং নির্বাচনি প্রচারনা চালাচ্ছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

সোহেল আহমেদ: আমার মটমুড়া ইউনিয়নকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে দুলতে চাই। উন্নয়নের কোন কিছুর কমতি নেই। একটি স্বচ্ছ, সুন্দর ও জনবান্ধব ইউনিয়ন হিসেবে আমার ইউনিয়ন সুপরিচিত। এই ধারাবহিকতা আমি ধরে রাখবো এবং আমি আবারো নির্বাচিত হলে বাল্য বিবাহ ও মাদক মুক্ত ইউনিয়ন গড়ে তুলতে চাই।

কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি হলেন

মেহেরপুরের শান্তি

বাংলাদেশ কৃষকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বর্ষিয়ান কৃষক নেতা মহাবুব উল আলম শান্তি। মহাবুব উল আলম শান্তি মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন দরবেশপুর গ্রামের মৃত. মহি উদ্দিনের ছেলে।

তিনি তার আপন চাচা বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর মরহুম জমির উদ্দিনের অনুপ্রেরণায় ১৯৬৫ সাল ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যোগ দিয়ে ছয় দফার আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর জৈষ্ঠপুত্র শেখ জামালের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জেলা আওয়ামী লীগের শ্রম কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক থাকা কালীন ১৯৯২ সালে মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সভাপতি হিসেবে এখন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ৯২ সাল থেকে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

ন্যায়, নীতি, সততা, মেধা এবং কঠোর পরিশ্রমের কারণেই তিনি মুজিবনগর অধ্যুষিত মেহেরপুর জেলার মুখ উজ্জ্বল করে বাংলাদেশ কৃষকলীগের সহসভাপতি মনোনীত হয়েছেন।

মহাবুব উল আলম শান্তি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষকরত্ন শেখ হাসিনাকে এবং কৃষকলীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ ও সাধারণ সম্পাদক উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং আজীবন দল ও দেশের জন্য কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

হরিণাকুন্ডুতে যুবলীগের কর্মিসভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুু উপজেলার ২নং জোড়াদাহ ইউনিয়ন আওয়ামী

যুবলীগের কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকালে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মিসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি আলহাজ্ব মশিউর রহমান জোয়ার্দার।

এছাড়া উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক ও জেলা পরিষদের সদস্য আশরাফুল হক জুয়েল, জোড়াদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জহির রায়হান, হরিণাকুণ্ডু পৌর কমিশনার আবু সাইদ রুনু, আমরা মুক্তিযোদ্ধা সন্তান হরিণাকুণ্ডু শাখার সভাপতি সাদিক আহম্মেদ সুমন,

ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতি শওকত হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লা আল মামুন, ভায়না ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন, জোড়াদাহ ইউনিয়ন ছাত্রলীগের নেতা রুবেল হোসেন প্রমূখ।

কালীগঞ্জে নারী ও শিশুর উপর সহিংসতার প্রতিবাদে ছাত্রদলের মানববন্ধন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে দেশব্যাপী নারী ও শিশুর উপর সহিংসতার প্রতিবাদে ছাত্রদলের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়ছ। শহরের থানা রোডস্থ দলীয় কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

কালীগঞ্জ উপজেলা, পৌর ও কলেজ শাখার আয়াজনে এ মানববন্ধন ছাত্রদলের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক মারুফ বিল্লাহ’র সভাপতিত্বে মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলের সভাপতি এস.এম সমিনুজ্জামান সমিন। এছাড়াও বক্তব্য প্রদান করেন সরকারি কে.সি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম, কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলর সদস্য সচিব মসুম উদ্দিন শোভন, পৌর আহবায়ক জুয়েল রানা, সদস্য সচিব তরিকুল ইসলাম, কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক সাজিদ হাসান জনি, সদস্য সচিব কামরুল ইসলাম

প্রমুখ।

মানববন্ধনে অন্যান্যর মধ্য উপস্থিত ছিলেন উপজলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক আসাদুল ইসলাম, আলাউদ্দিন, তারেকুর রহমান টিপু, মেহেদী হাসান হিরণ, পৌর শাখার যুগ্ম আহবায়ক ইসরাফিল হাসন জুয়েল, মুশফিকুর রহমান তানভীর, হাসানুজ্জামান ইভন, আশরাফুল ইসলাম নিরব, সাকিবুল হাসান, শিপন আহমদ, কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক আল আমিন, হারুন উর রশিদ রাজা, ইফতি জাহান, দিপু পারভজ, খালেদ সাইফুল্লাহ শাওন, উপজলা ছাত্রদলর সদস্য মনিরুজ্জামান মুনা, সাবির হাসান, গাজী তরিকুল, জুয়ল মিয়া, রাজিবুল ইসলাম রাজিব, পৌর ছাত্রদলের সদস্য মাসুম মন্ডল, তারিক মাহমুদ, সাকিবুল হাসান, মাহফুজ পারভেজ, কলেজ শাখার সদস্য শাহারিয়ার আলম, সাবির হাসন, ফাহিম শাহারিয়ার, আবির হাসনসহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

মানববন্ধন প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঝিনাইদহ জেলা ছাত্রদলর সভাপতি সমিনুজ্জামান সমিন বলন, সরকার দলীয় দুর্বত্তরা ধর্ষণের সাথ জড়িত। নারী ও শিশুর উপর নির্যাতনকারী যে দলরই লোক হোক না কেন তাকে গ্রেফতার করে বিচারর আওতায় আনতে হবে। তিনি আরা বলন, সম্প্রতি কালীগঞ্জ উপজেলার তিনটি ইউনিটের আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়ছে। কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক টিম ও জেলা ছাত্রদলের মাধ্যমে উক্ত কমিটিগুলা ঘোষণা করা হয়েছে। এই কমিটির বিপক্ষ যারা অবস্থান নিবেন তাদের সাথে ছাত্রদলর কোন সম্পৃক্ততা নাই।

হরিণাকুণ্ডু পৌর কৃষকলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু পৌর কৃষকলীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সন্মেলনে সর্বসন্মতিক্রমে আনোয়ার হোসেন কে সভাপতি এবং আব্দুর রাজ্জাক কে সাধারণ সম্পাদক ও জহুরুল ইসলাম কে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট পৌর কৃষকলীগের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে প্রিয়নাথ স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গনে সন্মেলন

প্রস্তুত কমিটির আহবায়ক আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ও জসিমউদ্দীন এর সঞ্চালনায় সন্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন, পৌর মেয়র ও পৌর আ.লীগের সভাপতি শাহীনুর রহমান রিন্টু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষকলীগের আহবায়ক আব্দুল্লাহ্ আল বাকী, পৌর মেয়র পদপ্রার্থী আবু আসাদ রুনু, সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি আছাদুজ্জামান আছাদ।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, আ.লীগ নেতা ও সহকারী শিক্ষক সালউদ্দীন বুলু, কৃষকলীগ নেতা কৃষ্ণ বিশ্বাস, ৭নং ওয়ার্ড আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক সামছুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম সহ পৌর কৃষক লীগের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে যুবলীগ নেতার উদ্যোগে রাস্তা মেরামত

এলাকার মানুষের ভোগান্তি কমাতে ভাঙা রাস্তা স্ব উদ্যোগে মেরামত করলেন ঝিনাইদহ সদর থানা যুবলীগের সাবেক আহ্বায়ক নুরে আলম বিপ্লব।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হলিধানী বাজার থেকে সোনারদাইড় পর্যন্ত রাস্তাটি এবারের ভারী বর্ষণে বিভিন্ন স্থানে খানা খন্দের সৃষ্টি হয়। এতে করে রাস্তাটি চলাচলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাই রাস্তাটি সংস্কারের উদ্যোগ নেন যুবলীগ নেতা নূরে আলম বিপ্লব।

রাস্তা দিয়ে নিয়মিত চলাচলরত ভ্যান চালক মহিরদ্দিন বলেন, হলিধানী বাজার থেকে বাজার গোপালপুর রাস্তায় মাঝে মধ্যে ভাঙ্গা হওয়ার কারনে চলতে অনেক সুবিধা হয়, বিপ্লব বাবাজি রাস্তা ঠিক করছে দেখছি, রাস্তাটি ঠিক হলে সকলের উপকার হবে।

ওই এলাকার স্থানীয় ব্যবসায়ী ইউনুছ আলী (৫৫) বলেন, এ রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন জেলা সদরসহ ঝিনাইদহ শহরে যাতায়ত করে শত শত মানুষ। এ রাস্তা দিয়া নিয়মিত, ইজিবাইক, অটো, ভ্যান ও নসিমন, আলমসাধু পিকাপ গাড়ি চলাচল করে। যুবলীগের নেতা নুরে আলম বিপ্লব মানুষের

কথা ভেবে এগিয়ে এসেছেন। তার উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

এ বিষয়ে যুবলীগ নেতা নূরে আলম বিপ্লব বলেন, ‘আমার নিজ এলাকা হলিধানী বাজার হতে সোনাদাড়ি পর্যন্ত গ্রামের বিভিন্ন রাস্তার বেহাল দশা, কিছু কিছু রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ায় মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে।

রাস্তাটি চলাচলের অনুপোযী হলে আমি নিজ উদ্যোগে হলিধানী বাজার হতে সোনারদাইড় পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার করার কাজ শুরু করেছি। রাস্তা মেরামতকালে উপস্থিত ছিলেন, আব্দুর রহিম শেখ, বাদশা ছৈয়াল, মোজাম্মেল হোসেন, ওসমান আলী, ফারুক বিশ্বাস, রাশেদুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

এসময় উপস্থিত জনসাধারণ বলেন, আগামীতে এ ধরণের জনবান্ধব নেতাকে আমরা চেয়ারম্যান হিসেবে দেখতে চাই।

বগুড়ায় আওয়ামী লীগ কর্মীকে গলা কেটে হত্যা

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় দুর্বৃত্তরা মোস্তাফিজার রহমান মোস্তা
(৫২) নামে এক আওয়ামী লীগ কর্মীকে কুপিয়ে এবং হাত-পায়ের রগ ও গলা কেটে হত্যা করেছে।

বুধবার সকালে উপজেলা পশ্চিম জাহাঙ্গীরাবাদ গ্রামে তার বাড়ির কাছে পুকুরপাড় থেকে রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

নিহত মোস্তাফিজার রহমান শিবগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম জাহাঙ্গীরাবাদ গ্রামের মৃত আকবর আলীর ছেলে। তিনি শিবগঞ্জ সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য এবং এমএবি ইটভাটার মালিক ছিলেন।

শিবগঞ্জ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী জানান, তাৎক্ষণিকভাবে এ হত্যাকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি। স্থানীয়দের ধারণা, বালু ও ইট ব্যবসা নিয়ে বিরোধেই তিনি নৃশংস

হত্যার শিকার হয়েছেন।

এলাকাবাসী জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে মোস্তাফিজার প্রায় এক কিলোমিটার দূরে আলাদীপুরে তার ইটভাটায় যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হন। এর পর তিনি বাড়ি না ফিরলে স্ত্রী ও স্বজনরা ফোন দিলেও কেউ ধরেননি।

বুধবার সকালে বাড়ি থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে নিজস্ব পুকুরপাড়ে তার রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে শিবগঞ্জ থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, তার হাত-পায়ের রগ ও গলাকাটা, পা ভাঙা এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। তাকে অন্য কোথায় হত্যা করে বাড়ির কাছে পুকুরপাড়ে মরদেহ ফেলে দেয়া হয়েছে।

তারা আরও জানান, মোস্তাফিজার একসময় নানা অপরাধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার নামে মামলাও ছিল। গত ১০ বছরের বেশি সময় বালুর ব্যবসা করেন; একটি ইটভাটার মালিক হয়েছেন। এ ছাড়া তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সদস্য হন।

শিবগঞ্জ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার আরিফুল ইসলাম সিদ্দিকী জানান, তাৎক্ষণিকভাবে মোস্তাফিজার হত্যার কারণ জানা যায়নি। এ ব্যাপারে বিভিন্ন জনকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। দুর্বৃত্তরা তার ঘাড়ে চাপাতির আঘাত ও পায়ের রগ কেটে হত্যা করেছে।

সূত্র- যুগান্তর

ঝিনাইদহের মধুহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কর্মীসভা

অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের ২নং মধুহাটী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে সদর উপজেলার বাজার গোপালপুরে মধুহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এ কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

মধুহাটি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সিরাজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌরমেয়র আলহাজ্ব সাইদুল করিম মিন্টু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক মাসুদ আহমেদ সঞ্জু, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক এস এম আনিচুর রহমান খোকা, কোটচাদপুর পৌর মেয়র জাহিদুল ইসলাম, সদর থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে এম রশিদুল আলম রশিদ, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, জেলা শ্রমিক লীগের আহবায়ক আব্দুল হান্নান, ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মালেক মিনা, সৈয়দ নিজামুল গণি লিটু, নাজির উদ্দিন, আশরাফুল ইসলাম আশরাফ, ইছাহাক আলী জোয়ার্দ্দার, কবির হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মাসুমসহ আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুবলীগসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম ও আওয়ামী লীগ নেতা আলতাফ হোসেন।

বক্তারা বলেন আওয়ামী লীগের উন্নয়নের জোয়ার দেখে বিএনপির গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। এছাড়াও তৃনমূল নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে একযোগে কাজ করার আহবান জানান।